প্রতারক কামরুজ্জামানের থেকে জমি ফেরত পেলেন দুই প্রতিবেশী, একজন অপেক্ষায়

সেই প্রতারক কামরুজ্জামানের কাছে থেকে জমি ফেরৎ পেলেন দুই প্রতিবেশী। অধিক তদন্তের জন্য অপর একজনকে অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। আগামী ২১ আগস্ট তার শুনানী হবে।

বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম দুই পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী শেষে এ আদেশ দেন।

এসময় তিনি মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

তবে বানুয়ারা খাতুন ও আব্দুল মান্নানের জন্য আগামী ২১ আগস্ট পরবর্তী শূনানীর দিন ধার্য করেন।

শুনানী থেকে জানা গেছে, গাংনী উপজেলাধীন ৪১নং তেরাইল মৌজার ১নং খতিয়ান ভুক্ত ৪৪৫১দাগের খাস ১০শতক এর মধ্যে ০৪শতক জমি বানুয়ারা ও মান্নান কে বন্ধোবস্থ কেস নং ১৪২/১২/২০০৪-০৫ ও উপজেলা বন্দোবস্ত কেস নং◌ঃ৫০/১২/২০০৪-০৫ ভূমিহীন হিসাবে ৮৫৮৩নং দলিল মুলে বন্দোবস্ত দেয় সরকার। গত ১৬/০৩/০৬ ইং তারিখে ৯১/পি-২/২০০৫-০৬ নাম জারি করে বসবাস করে আসছে বানুয়ারা।

কিন্তুু প্রতারক মীর কামরুজ্জামান লেলিনসহ তার পরিবারের লোকজন ১৫৩/২০০৫নং মামলা করে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে এবং আদালত বানুয়ারার পক্ষে রায়ও প্রদান করেন। কিন্তু রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করে কামরুজ্জামান, যা বিচারাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় মীর কামরুজ্জামান লেলিন ভূয়া জমির কাগজ সৃষ্টি করে ২০১৪ সালে নাম জারি করেন। যার নং ২৯/৯-পি-০১/২০১৪-১৫।

২০০৪ সালে ভুয়া ভূমিহীন দেখিয়ে ১নম্বর খতিয়ানের ৪৪৫১ দাগের খাস ১০ শতক জমি সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেন মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বাবা মীর লুৎফুর রহমান পরবর্তী ২০০৫ সালে সরকার সে বন্দোবস্ত বাতিল করে দেন।

তাই খারিজ জালিয়াতির ক্ষেত্রে আশ্রয় নেন এই সব প্রতারণার ১৯৯৫ সালের কামরুজ্জামানের বাবা লুৎফর রহমানের ভুয়া খারিজের কপি যার নম্বর ৯৭৩ /১পি-১ম/১৯৯৫-১৯৯৬ হোল্ডিং নম্বর ২৫৮৭ দাগ ৪৪৫১ দেখিয়ে ২০১৪ সালে নিজ নামে খারিজ করেন কামরুজ্জামান লেলিন।

তবে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিসের ঐ ২৫৮৭ হোল্ডিং এ দেখা যায় ওই নামজারিটি মুশফিকুর রহমান, পিতার রুহুল আমিন, সাং: বাদিয়াপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর নাম আছে। ঐ নামের স্থলে মীর কামরুজ্জামান তার বাবার নাম মীর মীর লুৎফর রহমান জালিয়াতি করে বসিয়ে দেন।

মীর কামরুজ্জামান লেনিন

এছাড়া কামরুজ্জামানের তার বাবা মৃত মীর লুৎফর রহমান খারিজ টি অন্য আরেক জনের খারিজ দেখিয়ে করেছে যার নাম ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা: পালান শেখ স্ং◌া নিজ, খতিয়ান ১০১১ দাগ ৪৪৫১।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের ভলিউমের ১০১১ খতিয়ানে গেলে দেখা যায় ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা পালান শেখ তার দাগ নম্বর ২৬৯৬ এখানেও দাগ নম্বর ২৬৯৬ এর জায়গায় জালিয়াতি করে ৪৪৫১ বসিয়ে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, তিন জন ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দু’পক্ষের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হয়। এসময় রুজিফা খাতুন ও মারজিয়া খাতুনের ৪৪৪৮ ও ৪৪৪৯ দাগের ২টি জমির খারিজ বহাল রেখে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করা হলো।

এবং বানুয়ারা খাতুনের ৪৪৫১ দাগের জমিটি খারিজের ক্ষেত্রে বড় জালিয়াতি দেখা যাচ্ছে। আগামী ২১ তারিখ শুনানি শেষে এ জালিয়াতি সত্যতা পেলে মীর কামরুজ্জামান লেনিনের বিরুদ্ধে উপজেলা ভূমি অফিস আদালতে জালিয়াতি মামলা দায়ের করবে ।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে

তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষ পর্যায়ে আছে। এর মধ্যেই ভুক্তভোগীরা মীর কামরুজ্জামানের কাছে থেকে কিছু জমি ফেরত পেলেন।

পড়ুন কামরুজ্জামানের প্রতারণার সেই সংবাদ মীর কামরুজ্জামান, প্রতারণায় ছুঁয়েছেন আসমান (ভিডিও সহ)

আরও পড়ুন মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ : মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আদালতের মামলা (ভিডিও)

মুজিবনগরে চুরিকৃত ছাগল সহ ২ জন চোর আটক

মুজিবনগরে ছাগলসহ দুজন ছাগল চোরকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার মধ্যে রাতে ভবরপাড়া গ্রামের আকালি দফাদার ও একই গ্রামের প্রভাত মন্ডলের বাড়ি থেকে ছাগল চুরি করে দুপুরের দিকে বিক্রির উদ্যেশে নিয়ে যাবার সময় আনন্দবাস-বাগোয়ান তিন রাস্তার মোড়ে পাকড় গাছের কাছে থেকে তাদের আটক করে স্থানীয় জনতা।

পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে ২টি ছাগলসহ চোর দুজনকে থানা হেফাজতে নিয়ে আসে। থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে চোর দুজন তাদের ছাগল চুরির সত্যতা স্বীকার করেন।

আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর উত্তরপাড়ার আরজ আলীর ছেলে সুইট আলী (২৬) ও ভবরপাড়া গ্রামের মুজিবনগর কমপ্লেক্স গেট পাড়ার সাইদ শেখের ছেলে রুবেল শেখ (২২)। আটকের পর আকালি দফাদার বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় তাদের দুজনের নামে একটি মামলা দায়ের করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান, বৃহস্পতিবার দুপরে আনন্দবাসের কিছু জনগন দুজন চোরকে আটক করেছে এমন সংবাদ শুনে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের থানা হেফাজতে নিয়ে আসে।

থানায় এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে ১ নং আসামী সুইট আলী চুরি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। এদিকে ছাগল মালিক আকালি দফাদার বাদী হয়ে তাদের নামে থানায় মামলা দায়ের করে।

মেহেরপুর পাসপোর্ট অফিসের নিয়ন্ত্রক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব!

মেহেরপুরের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস। যে অফিসের নিরাপত্তাকর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী থেকে উপ-সহকারী পরিচালক সকলে ঘুষ ছাড়া যেন কিছুই বোঝেন না। নতুন পাসপোর্ট কিংবা নবায়ন, সকল পাসপোর্ট আবেদনকারীর থেকেই নেওয়া হয় ঘুষ। আর সব কিছুর মূল নিয়ন্ত্রক পরিচ্ছন্নতাকর্মী মো: বিপ্লব হোসেন। দীর্ঘ ৯ বছর মেহেরপুর পাসপোর্ট অফিস কর্মরত থাকায় সে মুকুটহীন বসে পরিণত হয়েছেন।

উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীতায় বিপ্লব হোসেন এ কাজগুলো করে থাকেন। এমনটিই বলেছেন পাসপোর্ট করতে আসা কয়েকজন সেবা গ্রহীতা।

গতকাল বুধবার ১০ (আগষ্ট) মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মেহেরপুরে প্রতিদিনের একটি টিম দুই ঘন্টার অনুসন্ধানে এসব তথ্য উঠে এসেছে। তবে, উপ-সহ পরিচালক জাকির হোসেন সাংবাদিকদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিজেই এডিসি’র মোবাইল ফোনে কল দিয়ে বলেন আমাকে এখনি এডিসির সাথে দেখা করতে যেতে বলছেন বলে তিনি অফিস থেকে চলে যান।

মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সূত্র জানায়, গত জুলাই মাসে ১৬১৮ টি ও চলতি আগষ্ট মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ৮৪৭ টি পাসপোর্ট আবেদন করেছে। এসব আবেদনরে মধ্যে ৩০ শতাংশই পুরানো পাসপোর্ট নবায়নের আবেদন। সে হিসেবে ধারণা করা যায় প্রতি মাসে কোটি টাকার উপরে এখানে গ্রাহকদের কাছে ঘুষ নিয়ে ভাগবাটোয়ারা করা হয়।

সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের দুলু হোসেনে বলেন, আমার ছেলের পাসপোর্ট করতে দিয়েছি। সকালের দিকে বিপ্লব স্যারের কাছে আবেদন জমা দিয়েছি। আবারো কয়েকদিন পর আসতে হবে। তাই বিপ্লব স্যারের সাথে দেড় হাজার টাকায় চুক্তি হয়েছে। আজকেই ফিঙ্গার করে দেবে।

একই কথা জানালেন, আমঝুপি গ্রামের সোহান। তিনি বলেন, সকালের দিকে বিপ্লব স্যারকে যারা একটু টাকা বেশী দিয়েছেন তাদের সকাল সকাল ফিঙ্গার প্রিন্ট করে দিয়েছেন। আমি প্রথমে দিতে চাইনি। পরে এখানকার একজন দালাল বললেন বিপ্লব স্যারের সাথে চুক্তি না করলে ঘুরে ঘুরেও ফিঙ্গার প্রিন্ট হবেনা।

এদিকে আরেক ভুক্তভোগী গাংনী উপজেলার জিয়া। তিনি বলেন, সকালে আবেদন জমা দিতে এসেই অফিসের গেটের আনসার সদস্য বলেন, এক হাজার টাকা দিয়ে আবেদন জমা দিতে হবে। না হলে জীবনেও আপনি পাসপোর্ট পাবেন না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব হোসেনের ইশারা ছাড়া নড়ে না পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের আবেদনপত্রের ফাইল। বিপ্লব হোসনের “ওকে” থাকলেই আবেদন ফাইল উপ-সহপরিচালক জাকির হোসেন দ্রুত গতিতে স্বাক্ষর করেন। আর এজন্য প্রতি আবেদন ফাইলে নেওয়া হয় দেড় হাজার ১০ হাজার টাকা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এমন অভিযোগ পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের। তারা বলেছেন, নতুন আবেদনকারীর কাছ থেকে দেড় হাজার থেকে শুরু করে ৪/৫ হাজার টাকা নেন। পুরানো পাসপোর্ট নবায়ন করতে এলে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা ও নাম ও বয়স সংশোধনী করতে এলে তাদের কাছ থেকে ৪০ থেকে ৮০ হাজ্রা টাকা অতিরিক্ত নিয়ে থাকেন বিপ্লব হোসেন।

তবে পরিচ্ছন্নকর্মী বিপ্লব হোসেন বলেছেন, এই টাকার ভাগ আমার একার নয়। ঢাকা অফিস পর্যন্ত দিতে হয় আমাকে। পরিচ্ছন্ন কর্মী বিপ্লব হোসেনের মাধ্যমে এভাবেই প্রতিদিন শত শত পাসপোর্ট আবেদন থেকে নেওয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসটি এখন ঘুষ ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

পাসপোর্ট করতে আসা কয়েকজন আবেদনকারী জানান, যেসব আবেদনপত্রের ফাইলে বিপ্লব হোসেনের কোনো “ওকে” থাকে না সেসব ফাইল বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ফেরত দেওয়া হয়। অন্যদিকে সব নিয়ম মেনে পাসপোর্ট আবেদন করেপাসপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ অতিবাহিত হলেও পাসপোর্ট আবেদনকারীরা মাসের পর মাস ঘুরেওতাদের পাসপোর্ট পায়নি বলে

অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

এমনি এক ভূক্তভোগী মেহেরপুর সদর উপজেলার ময়মারিগ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে মিয়ারুল ইসলাম। তিনি জানান, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে পাসপোর্ট নবায়ন করতে দিয়েছি। প্রায় চার মাস আমাকে ঘুরাচ্ছেন। তিনি বলেন, আমি ইজিবাইক চালক। মালয়েশিয়া কলিং খোলায় আমি পাসপোর্ট করতে আসি। এই অফিসে এসেই অফিসারের রুমে গেলে তিনি বিপ্লব স্যারের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। আমি বিপ্লব স্যারের সাথে যোগাযোগ করলে সে আমার আবেদনপত্রটি জমা করে নেন। কয়েকদিন পর খোঁজ নিলে সে বলে এটি ঠিক করতে ৪০ হাজার টাকা লাগবে। আপনার আবেদনে অনেক সমস্যা আছে। আমি তাকে টাকা দিতে চাইনি। সে আমাকে এত পরিমান ঘুরিয়েছে। এই অফিসে ঘুরতে ঘুরতে আমার পায়ের স্যান্ডেল ও জামা ছিড়েগেছে। কিন্তু আমাকে পাসপোর্টের কোনো তথ্য বিপ্লব স্যার এখনো দেইনি। এসময় মিয়ারুলকে বারবার থামানোর চেষ্টা করছিলেন উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন।

আরেক ভূক্তভোগী গাংনী উপজেলার শিশিরপাড়া গ্রামের মোস্তাক হোসেন। তার কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা দাবী করে না পেয়ে তাকে শুধু ঘুরিয়েছেতা নয়। অবশেষে বলেছে বিপ্লব হোসেন বলেছেন, আমি পাসপোর্ট করে না দিলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও করে দিতে পারবেনা। চলতি বছরের ১১ এপ্রিল নাম ও জন্ম তারিখ সংশোধনী দিয়ে পাসপোর্ট নবায়ন করতে দেন মোস্তাক হোসেন।

মোস্তাক হোসেন বলেন, ওই সময় একটি দেশ থেকে আমার একটি ভিসা এসেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম আমার ভিসা হয়ে গেছে। একটু জরুরী ভিত্তিত্বে করতে হলে কি করতে হবে, যদি পরামর্শ দিতেন। বিপ্লব আমার কাছে জানতে চান ভিসা লাগাতে কত দিয়েছেন। আমি সরলভাবে উত্তর দিয়েছিলাম, দেড় লাখ। একথা শুনে বিপ্লব স্যার আমাকে বলেন ওখানে দেড় লাখ টাকা দিয়েছেন। এই অফিসে ৮০ হাজার টাকা দিতে হবে। তার সেই দাবী পুরণ না করাই প্রায় ৪ মাস আমাকে ঘুরাচ্ছে বিপ্লব। আমি মেহেরপুর পুলিশ সুপারকে ও সাংবাদিক সম্মেলন করবো বলে জানালে সে ফোনে আমাকে সরাসরি হুমকীও দেই।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, বিপ্লব হোসেন পরিচ্ছন্ন কর্মী পদে এই পাসপোর্ট অফিসে ২৮/০৫/২০১৩ সালে যোগদান করেন। সে সর্বসাকুল্যে ১৬ হাজার টাকা বেতনে চাকুরী করলেও শহরের অভিজাত ভবনে ভাড়া নিয়ে বসবাস করে থাকেন। দীর্ঘদিন যাবৎ একই অফিসে চাকুরীর সুবাদে পুরো অফিসকেই জিম্মি করে ফেলেছেন তিনি।

পাসপোর্ট অফিস সংলগ্ন ৪-৫ টি কম্পিউটার দোকান গড়ে উঠেছে এখানে। এসব কম্পিউটার দোকানকে কেন্দ্র করেও স্থানীয় দালাল ও কম্পিউটার মালিকদের নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তোলা হয়েছে। আর এই দালাল সিন্ডিকেটদের সঙ্গে পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গোপন আঁতাত রয়েছে। দালাল সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সুকৌশলে আদায় করা হয় ঘুষ বাণিজ্যের টাকা। জেলা থেকে প্রতিদিন গড়ে একশ পাসপোর্ট আবেদন জমা হয় পাসপোর্ট অফিসে। এ আবেদনগুলি কম্পিউটারের দোকান থেকে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। আবেদনের সময় দোকান মালিক ও দালালরা

আবেদনকারীদের কাছ থেকে ব্যাংকের নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন। পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীরা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের সঙ্গে খারাপ আচরণসহ নানাভাবে হয়রানি করারও অভিযোগ করেন তারা।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের আইনজীবী নারগিছ খাতুনও ছিলেন পাসপোর্ট অফিসে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, গ্রাহকদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে এ অফিসে। পাসপোর্ট অফিস থেকে বিভিন্ন ভুল ধরে সংশোধন করতে এফিডেভিডের জন্যও পাঠানো হয়।

এসব অভিযোগ প্রসঙ্গে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন বলেন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব ভুল করেছে। এবারের মত মাফ করে দেন এবং সংবাদ প্রকাশ করেন না বলে অনুরোধ করে বলেন আমি তার বদলির ব্যবস্থা করছি।

মেহেরপুরে তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামির আত্মসর্ম্পণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি ধলা গ্রামের তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আছির উদ্দীন
(৪২) আদালতে আত্মসমর্পন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে, বিজ্ঞ বিচারক তাকে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আছির উদ্দীন গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মৃতু হোচেন আলীর ছেলে।

চাঞ্চল্যকর তিন ভাই হত্যা মামলাটি ২০১৬ সালের ১৯ মে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কেএম মুসা এক জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

এই মামলার ১ নং এজাহার নামীয় আসামি দুখু বাহিনীর প্রধান দুখুকে মৃত্যুদন্ড, আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। এছাড়া আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। রায় ঘোষণার সময় তিনজনই পলাতক ছিল। পরে আছির উদ্দীন গোপনে মালেশিয়া পালিয়ে যান।

উল্লেখ্য, চাঁদার দাবী করে না পেয়ে ২০০৮ সালের ৩১ আগষ্ট রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মোসলেম আলীর ছেলে কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালিন সদস্য (মেম্বর) ইন্দাদুল হক, বড় ভাই জাহিদুল ইসলাম রুহুল আমিন ওরফে উলামিনকে মধ্যরাতে ঘর থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে এনে উঠানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে চলে যায়। বাহিনী প্রধান দুখুর নেতৃত্বে প্রায় ৩০/৪০ জন দূর্বত্ত এই নৃশংস হত্যাকান্ডে অংশ নেয় বলে এলাকাবাসি জানান।

এঘটনার পরদিন নিহত জাহিদুল ইসলামের স্ত্রী রেনুকা খাতুন বাদি হয়ে দুখু বাহিনী প্রধান মিনহাজ উদ্দিন দুখু, তোজাম্মেল, আছিম উদ্দিন, আব্দুল মালেক নাহারুল ইসলাম, আজিজুল হক, সাবদার আলী, কাবুল ইসলামসহ ৩২ জনকে এজাহার নামীয় আসামি ও ১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

গাংনী থানার মামলা নং ১, তারিখ ০১/০৯/২০০৮। জিআর মামলা নং ৩৬২/২০০৮, সেশন মামলা নং ৭৮/২০১০, ধারা ৩০২/৩৪ পেনাল কোড।

গাংনী থানার এস আই মোরাদ আলী ও শফিকুল ইসলাম মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
মামলায় ৪০ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন

মেহেরপুরের রাজাপুরে ভাস্তেকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করলো চাচা

পৈত্রিক জমিতে বসানো স্যালো মেশিনের পাইপের মালিকানার দাবীতে সৃষ্ঠ বাকবিতন্ডার জের ধরে ভাস্তে মোহন আলী (১৭)কে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছে।

স্থানীয়রা আহত সুমন আলীকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১২ টার সময় সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত সুমন আলী ওই গ্রামের মজিল হোসেনের ছেলে।

বর্তমানে তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানান মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক মেহেদী হাসান। তিনি বলেন, এখানে তার ঘাড়ের উপর সেলাই দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েই রেফার্ড করা হয়েছে।

সুমনের ভাই মুন্না জানান, সকালের দিকে মাঠের জমিতে পুঁতে রাখা স্যালো মেশিনের পাইপের মালিকানা দাবী নিয়ে আমার সাথে চাচা আবুল হোসেনের বাক বিতন্ডা হয়। সেখান থেকে আমি বাড়ি চলে আসি।

এই বাকবিতন্ডার জের ধরে আমার ছোট সুমনকে দোকানে বসে থাকা অবস্থায় হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে। এসময় প্রত্যক্ষদর্শিরা ছুটে এলে সে পালিয়ে যায়।

এবার গ্রেফতার তালেবের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিওরিটি আইনে মামলা

নিজের ফেসবুক লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেওয়া তালেবকে (৪২) নামে ২০১৮ সালের ডিজিটাল সিকিওরিটি এ্যাক্ট এর ২৫/২৯/৩১ ধারায় একটি মামলা এফআইআরভুক্ত হয়েছে। মামলার নং ৮, তারিখ ১০/০৮/২০২২ ইং।

গাংনীর সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শেখ আনিসুজ্জামান লুইস বাদী হয়ে গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি করেছেন। তাকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল বুধবার (১০) দিবাত রাতে গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামে অভিযান চালিয় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আবু তালেব গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের হাটপাড়া এলাকার হারুন অর রশিদ ওরফে হারুর ছেলে।

জানা গেছে, সরকার জ্বালানীর দাম বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়ার পর গত শনিবার রাতে নিজ ফেইসবুক আইডিতে লাইভে এসে আবু তালেব প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্যে করে গালিগালাজ করেন।

বিষয়টি ব্যাপক ভাইরাল হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর প্রশাসের মধ্যে তোলপাড় হয়। সেদিন থেকেই পুলিশের পৃথক টিম বিভিন্ন স্খানে অভিযান শুরু করলে আত্মগোপনে চলে যান এই ব্যক্তি।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, উর্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে তাকে গ্রেফতারের জন্য ডিবি ও গাংনী থানা পুলিশ দুই দিন ধরে যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। পরে গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে তাকে আটক করে প্রথমে ডিবি কার্যালয়ে নেয়া হয়। পরে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) গ্রেফতারকৃত আবু তালেবকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হাজতে প্রেরণ করা হবে।

ফেসবুক লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেওয়া তালেবকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয় গ্রামে ফেসবুক লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেওয়া আবু তালেবকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ।

ডিবির ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ২দিন ধরে ডিবির একটি টিম যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের কয়েকটি গ্রামে অভিযান চালানোর পর বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, আবু তালেব শনিবার রাতে তেলের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় নিজ ফেসবুক আইডিতে লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্যে করে গালিগালাজ করে। যা রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধের শামিল।

উর্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে তাকে গ্রেফতারের জন্য দুই দিন ধরে তাকে যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় অভিযান চালানো হয়। পরে গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে তাকে আটক করে প্রথমে ডিবি কার্যালয়ে এবং পরে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন, মেহেরপুর সদর থানার বামনপাড়া গ্রামের জবান আলী শেখের ছেলে ছলিম উদ্দীন ওরফে কটা (৪৩) ও গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের আহাদ আলীর ছেলে মইদুল ইসলাম (৪৫)।

মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে পুলিশের পৃথক দুটি অভিযানে এই দুই আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানা ও সদর থানার ডিউটি অফিসার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা জাতীয় পার্টির বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

ডিজেল,পেট্রোল, অকটেনসহ সকল জ্বালানি তেল ও দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বিকেল ৫ টার দিকে কাথুলী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির প্রধান কার্যালয় চত্বরে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব সুমন পারভেজের

সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল হাদী। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পৌর জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান। এছাড়াও কুতুবপুর ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সভাপতি মিঠু হাসান, শ্যামপুর ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক রাইহান বিশ্বাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এসময় জেলা জাতীয় পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল জেলা জাতীয় পার্টির কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়।

বৈশাখির টিভির মেহেরপুর প্রতিনিধি কাজলের বাবার মৃত্যু

বৈশাখি টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হামিদুর রহমান কাজলের পিতা একতার আলী (৭৬) ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)

আজ মঙ্গলবার (৯ আগষ্ট) বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন তিনি।

তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ক্যান্সার, কিডনীসহ নানা ধরণের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। মৃত্যুকালে তার স্ত্রী, তিন ছেলে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে সাংবাদিক রাসেদুজ্জামান জানান, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার সময় মেহেরপুর পৌর ঈদগাহ ময়দানে নামাজে জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

এদিকে সাংবাদিক হামিদুর রহমান কাজলের বাবার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলার গণমাধ্যম কর্মিরা।